গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে

পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

মুজিবনগরে গৃহবধূর গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামে উর্মি খাতুন (১৮) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত্যু রহস্যজনক হওয়ায় লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মৃত উর্মি খাতুন বিশ্বনাথপুর গ্রামের সোহেল বিশ্বাসের স্ত্রী এবং সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের ভাসান আলীর মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সকালে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে লাল ওড়না পেঁচানো অবস্থায় উর্মির ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের শাশুড়ি জানান, সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় উর্মিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে উর্মি নিজ ঘরে গিয়ে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। পরে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় ঘরের পেছনের দরজা ভেঙে দেখা যায়, তিনি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছেন।

তবে নিহতের পরিবারের অভিযোগ ভিন্ন। উর্মির পিতা ভাসান আলী জানান, গত শুক্রবার ছাগলকে ভুট্টা খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে উর্মির সঙ্গে তার স্বামী সোহেল বিশ্বাসের ঝগড়া হয়। খবর পেয়ে তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আসেন এবং মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে সোহেল বাধা দেন। একপর্যায়ে সোহেল উর্মিকে গলা টিপে মারধর করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এ সময় সোহেলের এক আত্মীয় বাধা দেন বলেও

দাবি করেন ভাসান আলী।

এদিকে নিহত উর্মির এক চাচাতো ভাই জানান, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে উর্মি ফোন করে কান্নাকাটি করেছিলেন। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী সোহেল বিশ্বাস পলাতক রয়েছেন। তার বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে মৃত্যুটি রহস্যজনক হওয়ায় আইন অনুযায়ী ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মেহেরপুরের খোকসায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা কদমতলা পাড়ায় সুমি আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত সুমি আক্তার খোকসা কদমতলা পাড়া গ্রামের সেলিমের স্ত্রী। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের মধ্যে এটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘরের ভেতরে সুমির মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। তবে ঘরের পেছনের একটি জানালা খোলা থাকায় ঘটনাটি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের ধারণা, তাকে হত্যা করে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে তার

স্বামী সেলিম পালিয়ে যেতে পারেন।

স্থানীয়রা ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে গৃহবধূর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে কেক ফ্যাক্টরির জেনারেটরের ফিতায় আটকে মারা গেলেন শিরিনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ। আজ সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বনবিভাগ পাড়ায়। সে ওই এলাকার রমজান আলীর স্ত্রী।

হাসানের পিতা মনির হোসেন জানান,কোটচাঁদপুর বন বিভাগ পাড়ার বাসিন্দা আমরা। শিরিনা খাতুন রমজান আলী স্ত্রী। সে আমার ছেলে হাসান, কেক ফ্যাক্টরির মালিক আব্দুস সালামের মেয়ে মিম ও তাঁর ছেলে হাবিবুর রহমানের জন্য প্রতিদিন টিফিন নিয়ে যেতেন বিদ্যালয়ে। সোমবার দুপুরে আমার ও তাঁর ছেলের জন্য টিফিন নিয়ে মিমের টিফিন নিতে তাদের বাড়িতে গিয়েছেলেন। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা কেক ফ্যাক্টরির ফিতায় আটকে যায় তাঁর কাপড়। এতে করে সে গুরুতর আহত হন। এ সময় ফ্যাক্টরির মালিক সহ স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুর রহিম মরা দেহের সুরতহাল রিপোর্ট করেছেন। এরপর মরা দেহটি ময়না তদন্তের

জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে নিঃসন্তান গৃহবধূকে ধর্ষণ, কবিরাজের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে নিঃসন্তান এক গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে মুজা শেখ ওরফে মুজা কবিরাজ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মুজা শেখ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের শেখপাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে।

রায় ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, নিঃসন্তান এক গৃহবধূ চিকিৎসা নিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হন। সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে আদালত এই মামলায় চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। এ রায়ের মাধ্যমে সমাজে ধর্ষণের মতো অপরাধ কমবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৩ মার্চ চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা উপজেলার চিতল গ্রামের এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় কবিরাজ মুজা শেখের কাছে চিকিৎসা নিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে আসেন। এ সময় কবিরাজ চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলে স্বামী-স্ত্রীকে একটি কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে ওষুধ দেওয়ার নাম করে স্বামীকে অজ্ঞান করে গৃহবধূকে ধর্ষণ করেন তিনি।

ঘটনার পরদিনই ভুক্তভোগী দম্পতি মেহেরপুর সদর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ঘটনার সত্যতা পায়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সদর থানার সাবেক ওসি

শাহ দারা খান ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর কবিরাজ মুজা শেখকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত অভিযুক্তকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন এবং আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিয়াজান আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্যাহত্যা

দর্শনার শ্যামপুর গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তন্নি (২২) নামের এক গৃহবধূ আত্যাহত্যা করেছে।

নিহত তন্নি দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের সবুজ আহম্মেদের মেয়ে। গত রবিবার রাতে ভাড়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটায়।নিহতের পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৮ বছর আগে বিয়ে হয় একই গ্রামের দর্শনা বিজিবি ক্যাম্পের সামনে নজুর ছেলে সজিব মিয়ার সাথে।

সংসারে অভাব অনাটনে সজিব পাড়ি জমায় সৌদি আরব।সজিব এর মধ্যে দুইবার বাড়ি এসেছে। বাড়ি এসে বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার করছিলো। হঠাৎ করে কি হলো কেউ বলতে পারছে না।

গত শনিবার রাতে ভাড়া বাড়ির ২য় তলায় ঘরের দরজা আটকিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্যাহত্যা করে। পরে মেয়ের বাপ সবুজ আহম্মেদ মোবাইলে ফোন দেয় রিং আর ধরে না। পরে সন্দেহ হলে মেয়ের বাপসহ স্থানীয় লোকজন নিয়ে দরজা ভেঙ্গে তন্নির ঝুলন্ত মরাদেহ বের করে।

পরে খবর পেয়ে দর্শনা ও জীবননগর থানার সার্কেল আনোয়ারুল কবির ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ

মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমি শুনেছি তবে দুই পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় পারিবারিক জিম্মায় দিয়ে দিয়েছি। তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে আলোচিত গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় আটক ৩

মেহেরপুর শহরে চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ টগর খাতুন হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত তিন শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যার ব্যবহৃত বস্তা, রশি ও নিহত টগর খাতুন এর গহনা ও গহনা বিক্রির টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

হত্যার সাথে জড়িত আটকৃতরা হলেন শহরের কাশ্যবপাড়ার আনারুলের ছেলে নাসিম হায়দার শীতল (১৭) একই এলাকার রসুল ঘরামির ছেলে নাজমুল হাসান তানভীর (১৭) ও সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে আসিব হোসেন ওমর (১৫)।

পুলিশ বলছে হত্যাকারী শীতলের কাছে পাওনা ৩০ হাজার টাকা চাইলে শীতল টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতিবেশী ভাবী টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে এনে হত্যা করে লাশ গুম করে।

গত ৬ জানুয়ারি বিকালে ক্যাশব পাড়ার পরিত্যক্ত একটি জমি থেকে টগর খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর খাতুন গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে সদর থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় তিনজন কে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শীতল তার বন্ধু অমর কে দিয়ে প্রতিবেশী ভাবি টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসেন।

এসময় আগে থেকেই আরেক বন্ধু তানভীর শীতলের বাসভবনে অবস্থান করে। টগর বাসায় প্রবেশ করলে শীতল ও তানভীর একটি রশি দিয়ে টগর খাতুনের

গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

পরে লাশ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের বস্তায় নিহত টগরকে ভরে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে পাশের পরিত্যক্ত জমিতে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হত্যার পর শীতল ও তানভীর নিহত টগর খাতুনের শরীরে থাকা গহনা খুলে শহরের স্বর্ণপট্রিতে একটা দোকানে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

ঘটনার দিন বিকেলে স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকে দেখে পুলিশ কে খবর দিলে সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করে।

ঘটনার পর নিহত টগর খাতুনের স্বামী সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা কয়েকজন কে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করেন থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহস্পতিবার রাতে শীতল, তানভীর ও ওমর কে আটক করে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পরে পুলিশ আটক আসামিদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণালংকার, লাশ গুমের বস্তা, রশি ও স্বর্ণলঙ্কার বিক্রি নগদ টাকা উদ্ধার করেন।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে আটক আসামিদের মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ওসি নিশ্চিত করেন।

দর্শনার কুন্দিপুরে গৃহবধূ ও যুবককে মধ্যযুগীয় নির্যাতন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামে ঘটে যাওয়া এক নৃশংস ঘটনায় এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলাজুড়ে।

পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ ও তার কথিত প্রেমিককে প্রকাশ্য দিবালোকে চুল কেটে, গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেধে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সামাজিক বিচার-এর নামে সংঘটিত এই ঘটনা অনেকের কাছেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার নগ্ন প্রদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

ভুক্তভোগীরা হলেন,আসমা বেগম (২৫) কুন্দিপুর গ্রামের মো. আরিফের স্ত্রী ও স্বপন (২৮) একই গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে ঘটনাটি ঘটে ১৪ জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অসামাজিক কার্যকলাপ-এর অভিযোগ তুলে এলাকার একাংশ প্রথমে দু’জনকে আটক করে। এরপর কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রকাশ্যে শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। চুল কেটে অপমান, জুতার মালা, গাছে বেধে রাখা,সবকিছুই চলেছে উৎসুক জনতার সামনে। কেউ কেউ সেই দৃশ্য ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ ও লজ্জাজনক করে তোলে।

ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরকীয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো,আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কি কোনো সমাজকে দেওয়া হয়েছে? চুল কেটে অপমান করা, গলায় জুতার মালা পরানো, গাছে বেধে রাখা,এসব কি সভ্য সমাজের বিচার পদ্ধতি?

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, আমরা সবাই পাপী, আপন পাপের বাটখাড়া দিয়ে অন্যের পাপ মাপি। এই ঘটনায় সেই কথাই যেন নির্মমভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন পরকীয়া যদি অপরাধ হয়, তাহলে সুদখোরি, জমি আত্মসাৎ, পারিবারিক প্রতারণা কি অপরাধ নয়?

একই সমাজে এসব ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেগুলোর জন্য কেন এমন প্রকাশ্য শাস্তি দেখা যায় না?

আরও বিস্ময়ের বিষয়,কিছুদিন আগেই একই এলাকায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে দিব্যি সংসার করছেন। তখন কোথায় ছিল এই তথাকথিত নৈতিকতার পাহারা?

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে একাধিক ফৌজদারি অপরাধ, বেআইনি আটক,শারীরিক নির্যাতন,নারীর মর্যাদাহানি,প্রকাশ্যে

অপমান,গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব আদালতের, জনতার নয়।

এই ঘটনার সবচেয়ে বড় শিকার শুধু ওই নারী বা যুবক নন। তাদের সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে আজীবন বহন করতে হবে সামাজিক লজ্জা, মানসিক ট্রমা ও নিরাপত্তাহীনতা।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পাঠিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, সমাজের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। কাউকে মারধর করা, চুল কেটে অপমান করা সম্পূর্ণ বেআইনি। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আদালতের মাধ্যমে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে দেশের প্রচলিত আইন, আদালত ও বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিকভাবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে চুল কেটে দেওয়া বা মারধর করা নিজেই দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা চাইলে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

২০২৬ সালে দাড়িয়ে আমরা কোন পথে হাটছি আইনের শাসনের দিকে, নাকি জনতার উন্মত্ততার দিকে?

সচেতন মহলের দাবি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, আইন হাতে নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা,ভুক্তভোগীদের আইনি ও মানসিক সুরক্ষা, প্রতিটি অপরাধের বিচার হোক, কিন্তু তা হোক আদালতে,জনতার লাঠি দিয়ে নয়। সভ্য সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতার কোনো জায়গা নেই।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গায় যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার চিলা ভালকি গ্রামে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়ে তানজিলা খাতুন (২২) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।

গত শনিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তানজিলা সদর উপজেলার ভান্ডার গ্রামের মৃত আছান আলীর মেয়ে।

দুই বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের পর তানজিলার বিয়ে হয় একই উপজেলার রাহেনের ছেলে রুমানের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই যৌতুককে কেন্দ্র করে তাদের দাম্পত্যজীবনে কলহ শুরু হয়। প্রথম দিকে তানজিলার নানা তৈয়ব আলী দেড় লাখ টাকা যৌতুক দেন।

কিন্তু এরপরও থেমে থাকেনি দাবি। রুমান ও তাঁর পরিবার আরও দুই লাখ টাকা যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে।

নিহতের পরিবার বলছে, এ টাকা দিতে না পারায় তানজিলাকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো। এরই জের ধরে গত শনিবার রাতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে তাঁকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তানজিলার নানা তৈয়ব আলী বলেন, “আমার নাতনিকে অনেক নির্যাতন করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যৌতুক না পেয়ে ওরা ওড়না পেঁচিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন আমরা কেবল নাতনির হত্যার বিচার চাই।”

তানজিলার কোলে রয়েছে মাত্র আট মাসের একটি ছেলে সন্তান। মায়ের মৃত্যুতে শিশুটি এখন মায়ের স্নেহ হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। ঘটনার পর গ্রামে শোকের আবহ বিরাজ করছে। স্থানীয়দের দাবি, যৌতুকের মতো একটি সামাজিক ব্যাধি থেকে এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে। তাঁরা দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লাশ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”